STUDY MATERIAL FOR SEM - 6 SANSKRIT GENERAL STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

TEACHERS` NAME-ARPITA PRAMANIK

DATE-6-4-2020

PAPER- DSE-2

TOPIC-ALAMKARA

অলংকার

খ্রিষ্ট্রীয় চতুর্দশ শতকের আলংকারিক আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তার 'সাহিত্যদর্পণ' নামক গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে অকংকারের আলোচনা করেছেন।

'অলংকার' শব্দটিকে অলম্-কৃ+ঘঞ্ এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ঘঞ্ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হলে অলংকার শব্দের অর্থ হয়-(কাব্যের সাধারণ) সৌন্দর্য। আবার উক্ত ঘঞ্ প্রত্যয়টি করণবাচ্যে প্রযুক্ত হলে অলংকার শব্দটি শ্লেষ-উপমাদি পারিভাষিক কাব্যালংকার বোঝায়।

পারিভাষিক এই অলংকারগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগকরা হয়, যথা-শব্দালংকার ও অর্থালংকার। **শব্দালংকার-** যে অলংকার শব্দপরিবৃত্ত্যসহ অর্থাৎ যে অলংকারে কোনো সব্দের পরিবর্তন করে তার সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করলে অলংকারটি নষ্ট হয়ে যায়, তাকেই শব্দালংকার বলে। কারণ এতে শব্দের প্রাধান্য থাকে। **অর্থালংকার-**শব্দপরিবৃত্তিসহ অলংকারকে বলে অর্থালংকার। অর্থাৎ যে অলংকারে কোনো শব্দের পরিবর্তে তার সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করলেও অলংকারটি বজায় থাকে, তাকে বলে অর্থালংকার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেষ্টার সিক্স জেনারেল এর পাঠ্য অলংকারগুলি হোল- শ্লেষ, উপমা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, ও নিদর্শনা।

শ্লেষ অলংকার

শ্লেষ একটি শব্দালংকার। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে শ্লেষ অলংকারের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন----

''শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।''

অর্থাৎ শ্লিষ্ট (একাধিক অর্থের বাচক সুবন্ত বা তিঙন্ত) পদের দ্বারা যুগপৎ একাধিক অর্থের অভিধান (অভিধাশক্তির দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ) শ্লেষ অলংকাররূপে গণ্য হয়। একই প্রযত্নে উচ্চারণের ফলে একাধিক শব্দের ভেদ লুপ্ত হয়ে যে মিলন হয় তার নাম শ্লেষ।

উদাহরণ-- সর্বস্বং হর সর্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদতৎপরঃ।
নয়োপকারসান্মুখ্যমায়াসি তনুবর্তনম্।।

শ্লোকটি অর্থ- (শিবের ক্ষেত্রে) হে শিব, তুমি সকলের সর্বধন স্বরূপ। তুমি(ভক্তের) জন্মবন্ধন ছেদনে তৎপর। নীতি-উপদেশাদি দ্বারা পরোপকারে সচেষ্ট হয়ে তুমি (শঙ্করাচার্যাদি দেহ ধারণ কর।) ।

(চোরের ক্ষেত্রে) তুমি সকলের সব ধন হরণ কর। (বাধাদানকারীর অঙ্গ) ছেদনে তুমি তৎপর হও । পরের ধন নেবার জন্য সিঁধ কেটে তার মধ্য দিয়ে তুমি শরীর প্রবেশ করাও।

ব্যাখ্যা- এখানে 'হর' পদটির দ্বারা 'হে শিব' ও 'হরণ কর'-এই দুটি অর্থ এবং 'ভব' কথাটির দ্বারা 'জন্মবন্ধন এবং 'হও' - এই দুটি অর্থ অভিধা শক্তির দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানে আছে শ্লেষ অলংকার।

উপমা অলংকার

উপমা একটি অর্থালংকার । আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে উপমা অলংকারের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন-

''সাম্যং বাচ্যং অবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।''

অর্থাৎ কোনোরকম বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ না করে একই বাক্যে যদি স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটিপদার্থের মধ্যে 'ইব' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা স্পষ্টভাবে কোনোও বিশেষ গুণ, অবস্থা বা ক্রিয়াগত সাম্য বা সাদৃশ্যকে প্রতিপাদন করা হয়, তাহলে উপমা নামক অলংকার হয়।

বৈশিষ্ট্য-- ১। উপমা অলংকারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে কোনোও বিশেষ গুণাদিগত সাম্য বা সাদৃশ্যটি একই বাক্যের মধ্যে থাকতেই হবে। একাধিক বাক্যগত হলে তা উপমা অলংকারের ক্ষেত্র হতে পারবে না।

২। উপমা অলংকারে সাম্যটি বিরুদ্ধ ধর্মরহিত হতে হবে। কেবল সাদৃশ্যই দেখানো হয় উপমায়, বৈসাদৃশ্য কখনই নয়।

৩। উপমা অলংকারে সাদৃশ্যটি ইবাদি পদের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়ে থাকে।

৪। উপমা অলংকারে উপমেয় ও উপমান বিজাতীয় হতে হবে। অর্থাৎ স্বভাবধর্মে ভিন্ন হতে হবে। মোটকথা কাব্যনিষ্ঠ অলৌকিক চমৎকারিত্বজনক সাদৃশ্যই উপমা।

উদাহরণ- **''মধুরঃ সুধাবদধরঃ পল্লবতুল্যোঽতিপেলবঃ পাণিঃ।**
চকিতমৃগলোচনাভ্যাং সদৃশী চপলে চ লোচনে তস্যাঃ।।''

শ্লোকটির অর্থ- তার(নায়িকার) অধর সুধার মত মধুর, হস্ত পল্লবের মত পেলব আর নয়ন দুটি চকিত হরিণের মত চঞ্চল।

ব্যাখ্যা- এখানে একই বাক্যে 'অধর' ও 'সুধা' -এই দুটি বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে (বৎ কথাটির দ্বারা) বাচ্য সাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে। এবং উভয়ের কোনো বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে 'পল্লব' ও 'পাণি' এবং 'মৃগলোচন' ও 'নায়িকা নয়নের' মধ্যেও একই রকম বৈধর্ম্যহীন বাচ্য সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং এই শ্লোকে আছে উপমা অলংকার।

উপমেয়-'উপমীয়তে সদৃশীক্রিয়তে যৎ' এই অর্থে উপ-মা +যৎ=উপমেয়। মা ধাতুর অর্থ পরিমাপ করা বা তুলনা করা। সুতরাং উপমেয় শব্দের অর্থ হল-যাকে বা যার তুলনা করা হয়। বস্তুতঃ বর্ণনীয় বস্তুটিই উপমেয় এবং সেইজন্য ইহা প্রকৃত। উপমেয়, প্রকৃত, প্রস্তুত, প্রাকরণিক, প্রাসঙ্গিক ইত্যাদি একার্থক পর্যায় শব্দ।

উপমান- 'উপমীয়তে সদৃশীক্রিয়তে যেন তদুপমানম্'। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাইই উপমান। উপমেয়ই বর্ণনীয় বিষয়। সেই বর্ণনীয় উপমেয়ের সহায়ক বা উপকারক হল উপমান।

সাধারণ ধর্ম- একে সামান্য ধর্মও বলা হয়। যে ধর্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ত্রই বিদ্যমান তাইই

সাধারণ ধর্ম।

সাদৃশ্যবাচক বা ঔপম্যবাচক শব্দ- সাদৃশ্যবাচক বা ঔপম্যবাচক শব্দ হল-উপমা, কল্প, তুলা, তুলিত, নিভ, ইব, বা, যথা ইত্যাদি।

রূপক অলংকার

রূপক একটি অর্থালংকার । আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে উপমা অলংকারের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন-

''রূপকং রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহ্নবে।''

অর্থাৎ বিষয়ের অর্থাৎ উপমেয়ের অস্বীকার না করে তার উপর বিষয়ী বা উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়।

বিষয়ের ওপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ বলতে এটাই বোঝায় যে উপমেয়ের উপর উপমানকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে উপমান আপনরূপে উপমেয়কে রূপায়িত করে। আর এই রূপায়নের ফলে দুটি পৃথক বস্তু অভিন্ন বা এক বলে প্রতীত হয়। লক্ষণে রূপিত কথাটির দ্বারা পরিণাম অলংকার থেকে এবং নিরপহ্নবে কথাটির দ্বারা অপহ্নুতি অলংকার থেকে রূপক অলংকারের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ- **আহবে জগদুদ্দন্ড! রাজমন্ডলরাহবে।**
শ্রীনৃসিংহমহীপাল! স্বস্ত্যস্তু তব বাহবে।।

অর্থ-জগতের পক্ষে প্রচন্ড হে নৃসিংহরাজ! যুদ্ধে রাজমন্ডলের রাহুস্বরূপ আপনার বাহুর কল্যাণ হোক।

এখানে নিষেধশূন্যভাবে উপমেয় রাজবাহুর উপর উপমান রাহুর স্বরূপের অভেদ আরোপিত হয়েছে। সুতরাং এই শ্লোকটি রূপক অলংকারে ভূষিত।

.....